1st Sem

BNGH - CC-T-2

Dr. Biswajit Podder (Head of the Department)

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যপ্রতিভা আলোচনা করো।

তিনি কোন শ্রেণীর নাটক রচনায় অধিক সফল ?

বাংলার গ্যারিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) সেযুগের বিখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার এবং রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠাতা। গিরিশচন্দ্র ঘোষ সর্বপ্রথম নাট্যাভিনয়কে একটি সুচারু শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ন্যাশনাল থিয়েটার নামে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয় যেখানে সর্বসাধারণ নাটকাভিনয় দেখার সুযোগ পেত। সুঅভিনেতা গিরিশচন্দ্র বিচক্ষণ শিক্ষার গুনে একদল অনুরাগী অভিনেতার সৃষ্টি করলেন। প্রচুর বাংলা নাটক, কাব্য এবং উপন্যাস অভিনয়ের পর দর্শকদের মনতুষ্টির জন্য নিজে নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর নাট্যপঞ্জী হল :-

১) গল্প, উপন্যাস, কাব্যের নাট্যরূপ : কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী, মেঘনাদবধ, পলাশীর যুদ্ধ, চোখের বালি, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ।

২) গীতিনাট্য : আগমনী, অকালবোধন, মোহিনীপ্রতিমা, স্বপ্নের ফুল, অশ্রুধারা

৩) ঐতিহাসিক : আনন্দ রহো, চণ্ড, কালাপাহাড়, ভ্রান্তি, সৎনাম, সিরাজদ্দৌলা (১৯০৬) মীরকাশিম (১৯০৬) ছত্রপতি শিবাজী (১৯০৭) অশোক (১৯১০)

৪) পৌরানিক ও ভক্তিমূলক : রাবনবধ, অভিমন্যুবধ, লক্ষ্মন বর্জন, রামের বনবাস, সীতাহরন, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র, নল দময়ন্তী, শ্রীবৎসচিন্তা, চৈতন্যলীলা, প্রহ্লাদ চরিত্র, বিল্বমঙ্গল (১৮৮৮) জনা (১৮৯৪) পাণ্ডব গৌরব (১৯০০) নিত্যানন্দ (১৯১১)।

৫) সামাজিক নাটক : প্রফুল্ল (১৮৮৯) হারানিধি (১৮৯০) মায়াবসান (১৮৯৭) বলিদান (১৯০৫) শাস্তি কি শান্তি (১৯০৭)

৬) প্রহসন : ভোটমঙ্গল, হীরার ফুল, বেল্লিকবাজার (১৮৮৬) বড়দিনের বকশিস (১৮৯৩) সভ্যতার পাণ্ডা, য্যায়সা কা ত্যায়সা (১৯০৬)

প্রথমে গল্প, কাব্য, উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রদানের মধ্যে দিয়ে গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার রূপে আবির্ভাব। এরপর কিছু গীতিনাট্য রচনার শেষে ঐতিহাসিক নাটকে আমরা তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরন লক্ষ্য করলাম। গিরিশচন্দ্রের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক নাটক 'চণ্ড'। টডের রাজস্থানের কাহিনির প্রভাবে মেবার-রাঠোরের বিরোধ নিয়ে তিনি নাটকটি রচনা করলেন। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে তিনি সিরাজকে দেশভক্ত, স্বাদেশিকতার মূর্তবিগ্রহ রূপে অঙ্কন করলেন। দেশহিতব্রতী, প্রজাবৎসল সিরাজ সন্নত বীর। 'মীরকাশিম' নাটকের মীরকাশিমকেও অনেকটা জাতীয় বীর রূপে অঙ্কন করলেন। 'অশোক' নাটকের অশোক চরিত্রে চণ্ডাশোক-ধর্মাশোকের দুটি রূপ চিত্রিত হল। তবে এই ধারার অন্যতম নাটক 'ছত্রপতি শিবাজী'। নাটকে ঐতিহাসিক দিকটির সঙ্গে ধর্মাশ্রিত জাতীয়তার সাধনার সংমিশ্রন ঘটিয়েছেন আপন আদর্শে। জাতীয় বীর হিসাবে গড়ে তুলতে তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি বজায় রাখতে ভুলে গেছেন। দেশানুরাগের অন্ধউচ্ছ্বাসে ভক্তি-উন্মাদনার মিশ্রনে শিবাজী চরিত্রটি অঙ্কিত। জাতীয় আন্দোলনে নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে শিবাজীকে শুধু বীর নয়, তাঁকে মাতা ভবানীর বরপুত্র রূপে গড়ে তুলেছেন - '.....মা ভবানী নারীরূপা, তিনি মহিষমর্দিনী, তিনি শুম্ভনিশুম্ভ ঘাতিনী, আমরা তাঁর দাসী, আমরা কি নিমিত্ত শত্রুসংহারে অসমর্থা না হবো।'

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা সর্বাপেক্ষা প্রস্ফুটিত হয়েছিল পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটক রচনায়। বঙ্কিম প্রভাবের যুগে (Hindu-revival এর কাল) নাট্যকারের আবির্ভাব। কিছু পূর্বে ব্রাহ্ম সমাজের দল-উপদল হিন্দু সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করতে চাইছিল। এর বিপরীতে চলছিল একদলের পৌরাণিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির কৌতূহল। প্রথম জীবনে স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য হয়ে ভক্তভৈরবে পরিণত হলেন। ফলে তাঁর হাত দিয়ে রচিত হল ভক্তিরসাত্মক নাটক। এক্ষেত্রে তাঁর 'জনা' 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের কথা স্বীকার করতেই হয়। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে প্রেমের আধ্যাত্মিক ও বাস্তব মানবিক রূপ দুই-ই দেখানো হয়েছে। দুর্গম-দুঃখাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে পারলে সত্য শিবকে পাওয়া সম্ভব—একথা প্রমাণ করেছে বিল্বমঙ্গল। ভগবানের অহেতুকী কৃপায় লম্পট পতিতাও ত্রাণ পেয়ে যেতে পারে। সেই সত্য প্রকাশ পেয়েছে বিল্বমঙ্গলে চিন্তামণি চরিত্রে। বিল্বমঙ্গলের উদ্বেলিত অনুরাগ যখন ইন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয় জগতে দোদুল্যমান তখন অহল্যার অনিন্দিত রূপমোহ কাটাতে মনের নেশাকে চিরজয়ী করতে চোখের নেশাকে দূর করেছেন কাঁটা বিঁধিয়ে চোখ অন্ধ করে। আঁখিহীন দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন সুন্দর বংশীধারী বনমালীকে। চরিতার্থ হল সৌন্দর্যতৃষ্ণা। 'জনা' নাটকে নাট্যকার জনার মাতৃহৃদয় ও বীরনারীর অদ্ভুত চরিত্রাঙ্কনে সফল হয়েছেন। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যের আদর্শে তিনি প্রভাবিত হয়ে 'জনা' নাটকটি রচনা করেছেন। জনা-পুত্র প্রবীরের বাস্তব আবেগ ও প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতজনিত লৌকিক নাট্যরস নাটকটিকে সমৃদ্ধ করেছে। ক্রোড় অঙ্কের মিলনান্তক পরিণতি বাদ দিলে বাকী সর্বত্র জনার ট্র্যাজিক পরিণতি পাঠককে আপ্লুত করে।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের মধ্যে 'প্রফুল্ল' 'বলিদান' উল্লেখযোগ্য প্রফুল্ল সেযুগের একটি শ্রেষ্ঠ পারিবারিক ট্র্যাজেডি। যোগেশের 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' নাটকের মর্মন্তুদ ঘটনা। করুনরস আবেগবহুল হয়ে খাঁটি মানবিক হয়ে উঠেছে এখানে। 'বলিদান' নাটকের মূল বিষয় বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে কন্যাদান যেন প্রকৃত অর্থে বলিদান। গিরিশচন্দ্রের প্রহসন এবং রঙ্গব্যঙ্গ নাটক-নাটিকা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। কখনো কখনো সংলাপ অস্বাভাবিক ও 'স্ল্যাং'। নাটকের বর্ণধারণ ও অনেকাংশে ভদ্ররুচির উপযোগী নয়।

গিরিশঘোষই প্রথম নাটকে পরিকল্পিত ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের উল্লেখ করেছেন। মধুসূদনের চৌদ্দমাত্রার অভিনয় দুরূহ অমিত্রাক্ষরকে ভেঙে ছোট ছোট ছত্রে সাজিয়েছেন। এই ছন্দোবৈচিত্র্য তাঁরই নামানুসরণে 'গৈরিশ ছন্দ'। নানা ত্রুটি তাঁর নাটকে বর্তমান। কিন্তু একনিষ্ঠ সরলতা থেকে সে ত্রুটিকে অস্বীকার করা যায়। রচনায় সংযম-সৌষ্ঠব, চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, জীবন প্রসঙ্গে গভীর প্রত্যয় তাঁর রচনাগুণকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। অনেকে তাঁকে বাংলার গ্যারিক বলেন। অনেকে শেক্সপীয়রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেন। শেক্সপীয়র সমগোত্রের না হলেও তিনি তাঁর অনুরাগী। তাই গিরিশচন্দ্র বলেছেন—

'মহাকবি শেক্সপীয়রই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি।'